ভন্ডামীর চরিত্র থেকে দূরে থাকো

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেনঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"ইন্নাল মুনাফিকীনা ফিদ-দারকিল আসফালি মিন আন-নার" (সুরাহ নিসাঃ১৪৫)। "নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা আগুনের নিম্নতম গভীরতায় নিমজ্জিত"। সবচাইতে অগ্রহণযোগ্য, সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয়ে ঘৃণিত চরিত্র হচ্ছে ভন্ডামীর চরিত্র। মুনাফিকেরা গভীরতম জাহান্নামে থাকবে। জাহান্নাম! আল্লাহ্ না করুন এবং আল্লাহ্ আমাদের হিফাযাত করুন। একটি উপত্যকা আছে যার নাম আসফালি (গভীরতম)। তার তলায় তুমি পৌঁছতে পারবে না যদি তুমি ৭০ বছর ধরেও নীচে নামতে থাকো।

কেন এরকম?কারণ তারা ইসলাম এবং মানুষের জন্য বেশি ক্ষতিকর। যখন বিশ্বাসঘাতকতা হয় তখন ক্ষতিও যেহেতু বেশি হয় তাই আল্লাহ্ তাদেরকে বেশি শাস্তি ভোগ করান। তাদের জন্য বেশি অত্যাচার আছে এবং তাদেরকে বেশি শাস্তি দেয়া হয়। নিশ্চয়ই ভন্ডামীর বিভিন্ন স্তর আছে। ভন্ডামীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বহু মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকে এবং আমাদের সেগুলো দূর করতে হবে। সেগুলো কি? আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেনঃ

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدّثَ كَذَبَ وإِذَا وَعدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"ইযা হাদ্দাসা কাযাবা, ওয়া ইযা ওয়া'আদা আখলাফা, ওয়া ইসা তুমিনা খা'আন"। "যখন তারা কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না এবং যদি তুমি তাদেরকে কোন জিনিস দিয়ে বিশ্বাস কর তাহলে তারা সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে।" এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে হালকা স্তর।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো বেশির মানুষের মাঝেই বিদ্যমান এবং আমাদেরকে এগুলোর ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। মিথ্যা বলা খারাপ। আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। এখন মানুষেরা তাদের কথা রাখে না। বেশির ভাগ মানুষ আমানাতেরও খিয়ানাত করে। যখন তাদের কাছে বিশ্বাস করে কিছু দেয়া হয় সেটা তারা ফিরিয়ে দেয় না। যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তারাও একাজ গুলো করে। এগুলো ভন্ডামীর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় চরিত্র। মানুষের এই চরিত্রগুলো দূর করতে হবে।

প্রতিটি সমাজই ভিন্ন। মানুষকে যত বেশি নিপীড়ন করা হয় তত বেশি তারা ভন্ডামীর চরিত্রকে আলিঙ্গন করে। তারা ভন্ডামীর চিহ্নযুক্ত কাজকর্ম করে সরকার, জনগণ বা সামনে যেই আছে তার কাছে নিজেকে ভালো এবং ভদ্র প্রদর্শণ করার জন্য যেন সে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তারা এরকম করতে করতে ধীরে ধীরে পুরো সমাজই এরকম আচরণ করতে শুরু করে এবং এই ব্যবহার মানুষের কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

বিশেষ করে যেসব মানুষেরা তারিকাতে আসে তাদের প্রয়োজন নাফসকে পরিশুদ্ধ করা এবং এই চরিত্রগুলোকে দূর করা। তারা ধীরে ধীরে তা করতে পারে। অবশ্যই মানুষ হঠাৎ করে তা পারবে না। শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভবপর হয়। ইনশাআল্লাহ তখন তারা বলবে যেমন মাওলানা রুমি বলেন, "আমরা কাঁচা ছিলাম, আমাদের সেঁকা হয়েছে এবং আমরা পুঁড়ে গেছি", এবং তা হবে একদম শেষ পর্যায়ে। যখন তুমি কোন রাস্তা বেঁছে নাও, ইনশাআল্লাহ্‌ যা তোমার নিয়াত ছিল তাই ঘটবে।

ওয়া মিন আল্লাহ্‌ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৭ ডিসেম্বার ২০১৬ / ২৭ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।